দ্বাদশ অধ্যায়

কারো সম্মুখে মাথা নত করা বা মূর্তির মত অচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা- প্রসঙ্গ

বেহেস্তী জেওরঃ

کسی کے سامنے جھکنا یاتصویر کی طرح کھڑا رہنا (شرك ہے)

"কারো সামনে ঝুকে পড়া বা অচল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকা শিরক"(১ম খন্ড-৩৯ পৃষ্ঠা)

ইস্‌লাহ্‌ বা সংশোধনঃ

কারো সম্মুখে সম্মানের উদ্দেশ্যে রুকু সীমা পর্যন্ত ঝুঁকে পড়া নিষিদ্ধ। এর কম নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু থানবী সাহেব সীমা রেখা ছাড়াই সাধারণ ঝুঁকে যাওয়াকে শিরক পর্য্যায়ভুক্ত করে মুসলমানকে মুশ্‌রিকে পরিণত করে দিয়েছেন। তার উপরোক্ত এবারতের দ্বারা তাই প্রমাণিত হয়। এটা মোটেই ঠিক নয়। কারো সম্মানে যদি মাথা এ পরিমাণ ঝুঁকে যে, তাতে রুকুর সীমা পর্যন্ত পৌঁছেনা। যেমন, কাউকে সালাম দেয়ার সময় মাথা সামান্য নত হয়ে থাকে, তা হলে তা বৈধ হবে। এই পরিমাণকে না জায়েজ বলা বা তার চেয়ে বেশী ঝুঁকে পড়াকে শিরক ঠাওরানো শুধু গায়ের জোরে অন্যায় হুকুম দেয়ারই শামিল। রুকুর সীমানায় না পৌঁছানো পর্যন্ত শুধু মাথা নত করা নিষিদ্ধও নয় এবং মকরূহও নয়। হাঁ, রূকুর সীমানায় ঝুঁকে পড়া নিষিদ্ধ। কিন্তু শিরক নয়। দলীল নিম্নরূপঃ

www.sunnibarta.com

১নং দলীলঃ

হানাফী মজহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাহ্‌তাভী শরীফে উল্লেখ আছেঃ

"اَلتَّحِيَّةُ بِالرُّكُوْعِ مَكْرُوْهَةٌ *

অর্থঃ "রুকুর সুরতে কাউকে সালাম দেওয়া মাকরুহে তাহ্‌রীমী"।

২নং দলীলঃ

তাহ্‌তাভী শরীফে "মুশকিলুল আছার" গ্রন্থের বরাতে লিখা আছেঃ

اَلْقِيَامُ لِغَيْرِهٖ لَيْسَ بِمَكْرُوْهٍ لِعَيْنِهٖ اِنَّمَا الْمَكْرُوْهُ مُحَبَّةُ الْقِيَامِ مِنَ الَّذِىْ يُقَامُ لَهٗ فَاِنْ لَّمْ يُحِبَّ وَقَامُوْا لَهٗ لَايُكْرَهُ لَهُمْ جَمِيْعًا *

www.sunnibarta.com

অর্থঃ "কারো সম্মানের উদ্দেশ্যে শুধু দাঁড়ানো মাক্‌রূহ নয়। বরং কোন ব্যক্তি নিজের সম্মানে অন্যের দাঁড়ানোকে পছন্দ করা হচ্ছে মাক্‌রূহ। সুতরাং সে যদি নিজে লোকের দাঁড়ানো না চায় বরং লোকেরা স্বেচ্ছায় তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে কারো জন্যই মাকরূহ হবে না"।

৩নং দলীলঃ

হাদীস শরীফে ঐ দাম্ভিক অত্যাচারী ব্যক্তি সম্পর্কে জাহান্নামের ঠিকানা ঘোষণা করা হয়েছে- যে চায় যে, অন্য লোক অচল মূর্তির মত তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকুক। কিন্তু যারা অত্যাচারের ভয়ে এরূপ করতে বাধ্য হয়, তাদের জন্য ঐ শাস্তি নয়। ওহাবীগণ এই হাদীসকে পুঁজি বানিয়ে অচল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য লোকদের বিরূদ্ধেও শিরকের ফতোয়া দিয়ে ফেলেছে- যা মূর্খতারই নামান্তর।

প্রথমে আমরা হাদীস খানা বর্ণনা করবো। তারপর সাথে সাথে উলামাগণ কর্তৃক উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যাও পেশ করবো-যাতে পাঠকগণ ওহাবীদের প্রতারণা ও অপব্যাখ্যা সম্পর্কে সজাগ হতে পারেন।

(১) তিরমিজি শরীফে উক্ত হাদীস খানা এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)*

অর্থঃ নবী করিম (দঃ)-এরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি চায় যে, লোকেরা তার সম্মানে অচল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকুক, সে যেন নিজের জন্য জাহান্নামকে ঠিকানা বানিয়ে নেয়"।- তিরমিজি শরীফ।

উক্ত হাদীসের দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে, জাহান্নামের শাস্তি শুধু ঐ অহঙ্কারী অত্যাচারী ব্যক্তির জন্য, যে তার সামনে অন্য মানুষের নত হয়ে অচল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকাকে পছন্দ করে। কিন্তু যারা দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়, তাদের জন্য এই শাস্তি প্রযোজ্য নয়। কেননা, তারা অত্যাচারীর অত্যাচারের ভয়েই এরূপ করতে বাধ্য হয়েছে। যদি অত্যাচারের আশংকা না থাক্‌তো, তা হলে তারা কখনও এরূপ করতোনা। কিন্তু ওহাবীরা এসব সুক্ষ্ম চিন্তার ধার ধারেনা। যেখানেই সুযোগ পায়-শিরক এর পাঞ্জা মেরে দেয়। যেমন ওহাবী নেতা ইসমাঈল দেহলভী তার "তাকভিয়াতুল ঈমান" গ্রন্থের ২৯ পৃষ্ঠায় 'শিরক ফিল ইবাদত'- অধ্যায়ে এই হাদীস খানা উদ্ধৃত করে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে বলেছে যে, এরূপ দাঁড়ানো শিরক। ইসমাইল দেহ্‌লভী 'নিজে নিজে দাঁড়ানো' এবং 'দাড়াতে বাধ্য করা'-উভয়কে এক করে ফেলেছে। অথচ হাদীসের মর্ম হলো-দাঁড়াতে বাধ্য করা হলে সে জাহান্নামী হবে। কিন্তু লোকেরা যদি বিনা নির্দেশে কোন অলী, বুজুর্গ, আলেম, ফাজেল বা ন্যায়পরায়ণ শাসকের সম্মানে দাঁড়ায় এবং

www.sunnibarta.com

উদ্দেশ্য থাকে সম্মান প্রদর্শন করা বা ফয়েজ ও বরকত লাভ করা- তা হলে তা জায়েজ ও উত্তম।

(২) মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) মিরকাত গ্রন্থে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা এরূপ করেছেনঃ

هٰذَا الْوَعِيْدُ لِمَنْ سَلَكَ فِيْهِ طَرِيْقَ التَّكَبُّرِ بِقَرِيْنَةِ السُّرُوْرِ لِلْمَثُوْلِ وَاَمَّا اِذَا لَمْ يَطْلُبْ ذٰلِكَ وَقَامُوْا مِنْ تِلْقَاءِ اَنْفُسِهِمْ طَلَبًا لِلثَّوَابِ اَوْ لِاِرَادَةِ التَّوَاضُعِ فَلَابَأْسَ بِهٖ وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنِ الْخَطَّابِيِّ فِيْ مَعْنَى الْحَدِيْثِ هُوَ اَنْ يَّاْمُرَهُمْ بِذٰلِكَ وَيُلْزِمَهُ اِيَّاهُمْ عَلٰى مَذْهَبِ الْكِبْرِ وَالنَّخْوَةِ *

অর্থঃ "হাদীসে বর্ণিত শাস্তি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে ব্যক্তি অহঙ্কার করে নিজের জন্য অন্যের দাঁড়িয়ে থাকাকে পছন্দ করে। কেননা, হাদীসে "অচল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকাকে পছন্দ করে"– এই শর্ত আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং বিনা নির্দেশে লোকেরা যদি কারো সম্মানে স্বেচ্ছায় দাঁড়ায় সওয়াবের উদ্দেশ্যে অথবা আদব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে- তাহলে কোন দোষ নেই। অর্থাৎ মাকরূহ হবে না। ইমাম বায়হাকী তার "শোয়াবুল ঈমান" হাদীস গ্রন্থে খাত্তাবী হতে এ মর্মে হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, অহঙ্কার বশবর্তী হয়ে মানুষকে তার জন্য দাঁড়াতে বাধ্য করা নিষেধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অন্য উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো নিষেধ নয়"। –মিরকাত।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা পরিস্কার ভাবে বলে দিচ্ছে যে, অহঙ্কার বশতঃ অন্য কারো কাছে দাঁড়িয়ে থাকা কামনা করা দোষনীয় ব্যাপার এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আর স্বেচ্ছায় কারো জন্যে তাজিমের উদ্দেশ্যে ও বরকত লাভের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো বৈধ। এই বৈধ কাজকে থানবী সাহেব শিরক বলেছেন। এই ফতোয়ার ফলে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে মুশরিকে পরিণত করা হয়েছে। হাদীসের অপব্যাখ্যা করার ফলেই এমনটি হয়েছে। মোল্লা আলী ক্বারীর উপরোক্ত ব্যাখ্যা দেখলে থানবী সাহেব ঐরূপ ফতোয়া দিতে পারতেন না। আর দেখে থাকলে তা অমান্য করেছেন- বলতে হবে।

www.sunnibarta.com